দা'ওয়াতে ইসলামী
রিসালা নং: ৬১

টিভির ধ্বংসলীলা

- ভয়ানক বিচ্ছু
- রক্ত পিপাসু টিকটিকি
- সন্তানদেরকে T.V কিনে দেয়ার কারণে আযাব
- T.V ঘর থেকে বের করে দেয়ার কারণে প্রিয় নবী ﷺ এর তশরীফ আনয়ন
- টিভির মাধ্যমে শারীরিক রোগ
- সঙ্গীতের আওয়াজ শুনা থেকে বাঁচা ওয়াজিব
- টিভির কারণে মৃতের আর্তচিৎকার

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	**T.V** ঘর থেকে বের করে দেয়ার কারণে প্রিয় নবী ﷺ এর শুভাগমন	২৯
ভয়ানক বিচ্ছু	৪		
ভারী লাশ	৬	**T.V** কিভাবে মৃত্যুর কারণ হলো	৩০
এই কথাগুলো বিবেকে আসছে না	৭	**T.V** 'র মাধ্যমে শারীরিক রোগ	৩১
অহংকার করে শাশুরবাড়ী গমনকারীর আযাব	৯	উপন্যাস ও কাহিনী	৩২
		ঢোল বাজনা নস্যাত করো	৩৩
রক্ত পিপাসু টিকটিকি	১১	ঘরে ঘরে মিউজিক সেন্টার	৩৫
নেককার মেয়েটির কেন আযাব হলো	১৩	বানর ও শুয়োর	৩৫
		জমিনে ধসে যাবে	৩৬
নামাযী ও রোযাদার ব্যক্তিও গুনাহের আযাবে লিপ্ত	১৪	মোবাইল ফোনে মিউজিক্যাল টোন	৩৭
		গান-বাজনাকারীর উপার্জিত অর্থ হারাম	৩৭
সন্তানদেরকে **T.V** কিনে দেয়ার কারণে আযাব	১৫	অতি নগন্য সম্পদ	৩৮
আযান থেকে কিভাবে বাঁচবেন	১৯	কানে উত্তপ্ত গলিত সীসা	৩৮
জাহান্নামের পরিচিতি	১৯	সঙ্গীতের আওয়াজ শুনা তেকে বাঁচা ওয়াজিব	৩৯
জাহান্নামের ভয়ে মাহবুবে খোদার ﷺ অঝোড়কান্না	২১	কানে আঙ্গুল দেয়া	৩৯
আফসোস! আমাদের অন্তর ভয়ে কাঁপছে না	২৩	**সঙ্গীতের আওয়াজ আসলে সরে দাঁড়ান**	৪০
		সঙ্গীত, গান-বাজনা থেকে বেঁচে থাকার পুরস্কার	৪১
সমাজ ধ্বংসে **T.V** এর ধ্বংসাত্মক চরিত্র	২৪	জান্নাতের ক্বারী	৪২
মাওলানা সাহেব! অপরাধী কে?	২৫	তাওবার পদ্ধতি	৪২
আমাকে আমার বাবা ধ্বংস করে দিয়েছে	২৬	এক মেজরের প্রতিক্রিয়া	৪৩
		টিভির কারণে মৃতের আর্তচিৎকার	৪৩
T.V ঘর থেকে বের করে দিন	২৮	প্রিয় নবী ﷺ এর দীদার হয়ে গেল	৪৪

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

টিভির ধ্বংসলীলা[১]

শয়তান আপনাকে লক্ষ অলসতা দিবে, তবুও আপনি এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অবশ্যই আপনি আপনার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন অনুভব করতে পারবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান ছাখাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করছেন: "**আল্লাহ পাক** হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি তোমার মধ্যে দশ হাজার কান সৃষ্টি করেছি এমন কি তুমি আমার কথা-বার্তা শুনেছো এবং দশ হাজার জিহ্বা সৃষ্টি করেছি যার মাধ্যমে তুমি আমার সাথে কথা-বার্তা বলেছো, তুমি আমার নিকট অধিক প্রিয় ও অধিক নৈকট্যতম ঐ সময় হবে যখন তুমি আমার

(১) এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ৩ দিন ব্যাপী বাৎসরিক ইজতিমা (২৪,২৫,২৬ রজবুল ১৪১৯ হিজরি মদীনাতুল আউলিয়া আহমেদাবাদ, ভারত) এর মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে আপনাদের খিদমতে পেশ করা হল। **উপস্থাপনায়: - মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

যিকির করবে এবং **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে।"

(আল কাওলুল বদী, ২৭৫-২৭৬ পৃষ্ঠা, মুআস্সাসাতুর রিয়ান, বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভয়ানক বিচ্ছু

ভারতের কোন এক শহরের একটি মসজিদে নিকটস্ত এলাকার কিছু শোকাহত মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় মুসল্লিদের নিকট উপস্থিত হলেন। তারা নামাযীদেরকে বলতে লাগলেন, আমাদের এখানে একজনের মৃত্যু হয়েছে আর তাকে কেন্দ্র করে বড়ই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। আপনারা মেহেরবানী করে এসে একটু দোয়া করে দিন। এলাকাবাসীর অনুরোধে যখন মুসল্লীগণ সকলে মৃতের ঘরে পৌঁছল, তখন সেখানে দেখা গেল এক যুবতী মহিলার লাশ ঘরে শোয়ানো রয়েছে এবং তার চারপাশে বড় বড় ভয়ানক বিচ্ছু তাকে ঘিরে আছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভয়ে সবাই জড়সড় হয়ে গেল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক বিজ্ঞ লোক বললেন, বুঝা যাচ্ছে এটা মৃতের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে নির্ধারিত আযাব, যা আমাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র তরফ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। চলুন! আমরা সবাই মিলে তার এই আযাব দূর করে দেয়ার জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট দোয়া করি এবং মৃতের পক্ষ হয়ে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। অতঃপর সকলে তাওবা ও ইসতিগফার করে উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে অনেক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করলেন। শেষ পর্যন্ত দোয়া ও তাওবার ফলে ঐ ভয়ানক বিচ্ছুগুলো লাশের ঘেরাও ছেড়ে দিয়ে ঘরের এক কোণায় গিয়ে জমা হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে মৃতের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হলো। জানাযার নামাযের পর যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানো হলো তখন দেখা গেল প্রচুর পরিমাণে ভয়ঙ্কর বিচ্ছু কবরের এক কোণায় একত্রিত হয়ে আছে। তা দেখে মানুষের মধ্যে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। কোন মতে তরিঘড়ি করে কবরে মাটি চাপা দিয়ে মানুষেরা ঐ স্থান হতে দ্রুত প্রস্থান করল।

দাফনের পর যখন মৃতের মায়ের কাছে মৃত ব্যক্তির আমল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো তখন তিনি বললেন: সে **T.V** দেখার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিল। একদিন টিভির প্রোগামে তার পছন্দনীয় গান বাজতে ছিল আর ঐ সময় আযানও শুরু হলো। আমি বললাম: "বেটি! আযানের সম্মান কর এবং **T.V** বন্ধ করে দাও।" সে এই বলে **T.V** বন্ধ করতে অস্বীকার করল যে, "মা! আযানতো প্রতিদিনই হয়ে থাকে কিন্তু এই প্রোগ্রাম ও গানতো প্রতিদিন আর আসবে না।" আমার মনে হচ্ছে যে, তার এ ধরনের আযাব এ কারণেই হয়েছে। **আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ভারী লাশ

রমযানুল মোবারকের এক সন্ধ্যাবেলায় মা তার **T.V** দেখতে ব্যস্ত মেয়েকে বললেন: "আজ ইফতার করার জন্য বাসায় মেহমান আসবেন। এসো মা আমাকে একটু সাহায্য কর।" মেয়েটি উত্তর দিলো, "মা! আজ একটি বিশেষ প্রোগ্রাম চলছে, আমি সেটি দেখছি। মা তার প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে পুনরায় আসার হুকুম দিলেন, কিন্তু সে মায়ের কথাটি শুনেও শুনল না। মায়ের হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচার জন্য সে উপরের তলার এক রুমে চলে গেল এবং সেখানকার **T.V** অন করে দিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে **T.V** দেখায় ব্যস্ত হয়ে গেল। ইফতারের সময় মা তাকে চলে আসার জন্য ডাক দিলেন কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না, তখন তিনি উপরে গিয়ে করাঘাত করলেন, কিন্তু সেখান থেকেও কোন উত্তর মিলল না। এখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন আর শোর-চিৎকার করে ঘরের সবাইকে একত্রিত করে ফেললেন। অবশেষে দরজা ভাঙ্গা হলো। এটা দেখে সকলেরই মুখ থেকে আতঙ্কের চিৎকার বেরিয়ে আসলো যে, ঐ যুবতী মেয়ে টিভির সামনে মুখ উপুড় করে পড়ে আছে। যখন নেড়েচেড়ে দেখল, দেখা গেল সে নড়ছেনা। তখন বুঝা গেল যে, সে মারা গেছে। এ ঘটনায় বাড়ীময় কান্নার রোল পড়ে গেল।

গোসল দেয়ার জন্য যখন লাশ তুলতে গেল তখন দেখা গেল লাশ উঠানো যাচ্ছে না। এরকম মনে হলো যেন লাশটি কয়েকটন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

ওজনের ভারী হয়ে গেছে। ইত্যোবসরে ঐ স্থান থেকে সড়ানোর জন্য কেউ যখন **T.V** উঠালেন তখন লাশ হালকা হয়ে গেল এবং লোকেরাও তাকে সহজে তুলে নিল। এখন অবস্থা এমন হলো যে, **T.V** উঠালে লাশ উঠছে আর **T.V** রেখে দিলে লাশ ভারী হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কোন উপায়ে কাফন-দাফনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলো। এখন যখন কবরে নিয়ে যাওয়ার জন্য জানাযা উঠাতে গেল, তখন কোন মতেই তা উঠছে না, যখন **T.V** কে উঠালো তখনই জানাযা উঠল।

শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তি জানাযার আগে আগে **T.V** নিয়ে চলতে লাগল আর তার পিছনে পিছনে জানাযা নিয়ে আসতে লাগল। জানাযার নামাযের পর যখন দাফন করা হলো তখন লাশ কবর থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসলো, মানুষ এটা দেখে ভয় পেয়ে গেল। অতঃপর পুনরায় যেমনি-তেমনিভাবে লাশ কবরে রাখা হলো কিন্তু এবারও পূর্বের মতই ঘটল। অবশেষে **T.V** যখন কবরে রাখা হলো তখন লাশ আর বাইরে বেরিয়ে আসল না। অতএব **T.V** কেও লাশের সাথেই দাফন করে দেয়া হলো।

এই কথাগুলো বিবেকে আসছে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাবলী শুনে হতে পারে কারো বিবেকে এই রকম কুমন্ত্রণা আসে যে, এসব কিভাবে সম্ভব?

কথাগুলো বিবেকে আসছে না। আসল কথা হলো, প্রত্যেক বিষয়কে বিবেকের কষ্টি পাথরে রেখে বিচার করা যায় না। সাওয়াব ও আযাব এর বিষয়টি সত্য। তবে হতে পারে বিবেক দ্বারা চিন্তা-ভাবনাকারীদের **আল্লাহ**র পানাহ! কবর, হাশর ও জান্নাত, জাহান্নামের বিষয়াবলীও বুঝে আসছে না। এসব শিক্ষণীয় ঘটনাবলী বিভিন্নভাবে আমার জানার সুযোগ হয়েছে। তাই এগুলো যখন শরীয়তের সাথে বিরোধীতা করছে না সে কারণে আমি আখিরাতের মঙ্গলের জন্য নিজ ভঙ্গিতে আপনাদের নিকট উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। **আল্লাহ তায়ালা**র শপথ! এগুলো ব্যক্ত করার পিছনে দুনিয়াবী ফায়দা হাসিল করার প্রতি আমার কোন লোভ নেই, উম্মতের সংশোধনই একমাত্র উদ্দেশ্য। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এ ধরনের ঘটনাবলী শুনে অসংখ্য লোকের সংশোধন হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে শয়তান কখনই চাইবে না যে, **T.V** ইত্যাদির মাধ্যমে সিনেমা, নাটক ও গান-বাজনার গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা তাওবাকারী হয়ে যাক। এ জন্যে সে এ ধরনের ঘটনাবলী শ্রবণকারীদের নানা ধরনের বাহানা, ভীতি দেখিয়ে উৎসাহিত করে যে, এসব ঘটনাবলীর বিরোধীতা কর, খুব বেশি করে আনন্দ-ফূর্তি কর, যাতে তোমরাও সিনেমা-নাটক ইত্যাদি না দেখার তাওবা থেকে বিরত থাকো এবং অন্যদেরকে এসব গুনাহের মধ্যে খুব পাক্কা বানিয়ে আমার হাতকে শক্তিশালী করো।

ওহে আমার সহজ সরল ইসলামী ভাইয়েরা! যদি বাস্তবেই ধরে নেয়া হয় যে, এসব ঘটনাবলী মন গড়া, বানোয়াট, তবে এটাতো সত্য যে ফিল্ম, ড্রামা ইত্যাদি দেখা কোন ধরনের সাওয়াবের কাজ নয়। এটা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মুসলমান এগুলোকে না-জায়িয কাজ বলেই মনে করেন। **আল্লাহ তায়ালা** আপন বান্দাদের শিক্ষার জন্য কখনো কখনো দুনিয়াতেই কিছু কিছু আযাবের ভয়ংকর দৃশ্য দেখিয়ে থাকেন। এরকম বিভিন্ন ধরনের গুনাহের কষ্টদায়ক আযাবের ঘটনাবলী দ্বারা বুযুর্গদের কিতাব পূর্ণ হয়ে আছে। তা থেকে একটি আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ ঘটনা আপনাদের সামনে পেশ করছি। হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করছেন:

অহংকার করে শাশুড়বাড়ী গমনকারীর আযাব

এক কবর খননকারী, যার চেহারার কিছু অংশ লৌহবর্ণের ছিল। তারই নিজস্ব বর্ণনা হচ্ছে: "একবার রাতের বেলা কবরস্থানে একটি জানাযা আসল। আমি তার কবর খনন করলাম। মৃত ব্যক্তিকে দাফন শেষ করে যখন লোকেরা চলে গেল তখন আমি এক আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখলাম। উটের আকৃতিতে সাদা দু'টি পাখি উড়ে আসল। একটি ঐ তাজা কবরের মাথার দিকে আর অপরটি পায়ের দিকে বসে পড়ল। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে একটি পাখি কবর

খনন করে কবরে প্রবেশ করল, তখন অপরটি কবরের কিনারায় বসা ছিল তো বসেই রইল। আমি কবরের অতি নিকটেই চলে আসলাম যাতে কী ঘটে তা ভাল করে দেখতে পাই। আমি শুনলাম ঐ পাখিটি মৃত ব্যক্তিকে বলছে: "হে মানব! তুমি কি ঐ মানুষ নও, যে বেশি দামের পোষাক পরিধান করে অহংকার ভরা মন নিয়ে হেলে দুলে শাশুড় বাড়ি যেতে?" ঐ মৃত ব্যক্তিটি ভীত হয়ে বলতে লাগল: "আমি এই আযাবকে সহ্য করতে পারব না।" ঐ পাখিটি মৃত ব্যক্তিটিকে খুব জোরে তিনটি আছাড় দিল, যার কারণে কবরের নীচের সকল তৈল, পানি একত্রে বেরিয়ে আসল। অতঃপর পাখিটি আমার দিকে মাথা তুলে একইভাবে রাগত স্বরে আমাকে বলতে লাগল, "দেখ, সে কোথায় বসে আছে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে অপমানিত করুক।" এটা বলেই সে আমার মুখে প্রচন্ড জোরে এক থাপ্পর মারল, যার ফলে আমি সারারাত বেহুশ অবস্থায় সেখানে পড়ে রইলাম। যখন সকালে হুশ আসল তখন দেখলাম, আমার চেহারার কিছু অংশ লোহার হয়ে গিয়েছে। (শরহুস সুদূর, ১৭২ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত, মরকযে আহলুস সুন্নাত, বরকাত রযা, ভারত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় ঐ সমস্ত অভিমানী জামাতাদের জন্য শিক্ষাগ্রহণের অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে, যারা শাশুড় বাড়ীর লোকদের উপর নিজ বড়ত্বকে প্রকাশ করে, শুধু শুধু অভিমান করে, তাদেরকে নিজের ক্ষমতার ভয় দেখায়, কথায় কথায়

অহংকার দেখায়, ভেল্কি লাগায়, ধমকায়, অপমান মিশ্রিত সূরে কথা-বার্তা বলে এবং না-জায়িযভাবে (বিভিন্ন বস্তু চেয়ে) চাপ সৃষ্টি করে। এমনকি কখনো দা'ওয়াত ইত্যাদির আয়োজন হলে সুখ্যাতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দামী পোশাক পড়ে, খুবই অহংকার ভরে হেলে দুলে খুবই স্মার্টভাবে শাশুড় বাড়ী যায়।

করলে তাওবা বরকি রহমত হে বড়ী,
কবর মে ওয়ার না সাযা হুগি কড়ী।

রক্ত পিপাসু টিকটিকি

পাকিস্তানের কোন এক শহরের একটি ঘরের সকল বাসিন্দারা এক নিভৃত কক্ষে **V.C.R** এ ফিল্ম দেখায় ব্যস্ত ছিল। ঐ সময় এক মেয়ে অন্য একটি কক্ষে কুরআনে পাকের তিলাওয়াতে রত ছিল। ছোট বোন এসে বলল: "আপু! খুব দারুণ ফিল্ম চলছে, দেখবেতো এসোনা!" তখন সে কুরআনে করীমে নিশান লাগিয়ে **V.C.R** কক্ষে চলে আসল এবং ফিল্ম দেখায় মগ্ন হয়ে গেল। ফিল্ম যখন শেষ হলো তখন সে পুনরায় তিলাওয়াত করার জন্য নিজের কক্ষে ফিরে আসল। তিলাওয়াতে যেই মন দেবে এমন সময় হঠাৎ প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা একটি টিকটিকি কোথা হতে বেরিয়ে আসল এবং লাফ দিয়ে তার মাথার উপর চেপে বসল। ভয়ে মেয়েটি চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। এঘটনায় ঘরের সকলে ভীত হয়ে গেল। টিকটিকির আক্রমণ

থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য সকলে ভয়ে ভয়ে তার দিকে দৌঁড়ে আসলো এবং লাকড়ি দিয়ে ঐ টিকটিকিটিকে দূরে সরানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কোন কাজ হলো না। এদিকে আবার দ্বিতীয় আরেকটি বিপদ চলে আসল। আর তা হলো ঘরের এক কোণ থেকে অনেকগুলো টিকটিকি বের হয়ে দল বেঁধে তার দিকে আসতে লাগল এবং সবগুলো ঐ মেয়েটিকে একসাথে দংশন করতে আরম্ভ করল। মেয়েটি ভয়ে চিল্লাতেই রইল আর ঘরের সকলে মেয়েটিকে টিকটিকির আক্রমণ থেকে কোন রকমে রক্ষা করতে পারল না। শেষে হয়রান-পেরেশান অবস্থায় দাঁড়িয়ে সবাই দেখতে লাগল। আহ্! ঐ মেয়েটি সবার চোখের সামনে চিৎকার করতে করতে ধরফর ধরফর করে জান দিয়ে দিল।

কাফন-দাফনের পর লোকেরা যখন আপন আপন গন্তব্যে ফিরছিল তখনই হঠাৎ কবরের দিক থেকে একটি বিকট শব্দ শোনা গেল। সবাই এই অনাকাঙ্খিত শব্দশুনে পিছন ফিরে যা দেখতে পেল, তা ছিল এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। আহ্! দেখা গেল মরহুমার কবর ফেটে গিয়েছে এবং ঐ মেয়েটির লাশ টুকরো টুকরো হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। উপস্থিত সকল মানুষ এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে ঐ স্থান হতে দ্রুত পালিয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" **(তাবারানী)**

নেককার মেয়েটির কেন আযাব হলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে কারো অন্তরে এই কুমন্ত্রণা এসেছে যে, ফিল্মতো ঘরের সকলে মিলে দেখেছিল কিন্তু তাদের মধ্যে যে মেয়েটি কুরআন পাঠে উৎসাহী ছিল, শেষ পর্যন্ত তার উপর কেন আযাব আসলো? এমনকি কোটি কোটি মুসলমান আজকাল ফিল্ম, নাটক দেখছে, আর তাদের মধ্যে প্রতিদিনই অনেক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটছে, তাদের উপর এরকম কঠিন কোন আযাব কেন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না? এ সমস্ত কুমন্ত্রণার উত্তর হলো যে, সাওয়াব ও আযাব দেয়াটা একমাত্র **আল্লাহ তায়ালার** ইচ্ছাধীন। তিনি চাইলে বড় থেকে অনেক বড় পাপীদের বিনা হিসাবে মাফ করে দিতে পারেন। আবার যদি চানতো অনেক বড় নেককার ব্যক্তিকেও অতিতুচ্ছ গুনাহের কারণে আটকিয়ে শাস্তিতে নিমজ্জিত করতে পারেন। যেমন ৩য় পারায় সূরা বাক্বারায় ২৮৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

(পারাঃ ৩, সূরাঃ বাক্বারা, আয়াতঃ ২৮৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি দিবেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

নামাযী ও রোযাদার ব্যক্তিও গুনাহের আযাবে লিপ্ত

হযরত আল্লামা আবুল ফরজ আব্দুর রহমান বিন জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (ইন্তিকাল: ৫৯৭ হিজরি) উয়ূনুল হিকায়াত নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন: এক ব্যক্তির উক্তি; আমরা দুইজন একবার এক কবরস্থানের পার্শ্বে মাগরিবের নামায আদায় করি, কিছুক্ষণ পর আমার কানে এক কবর হতে কান্নার আওয়াজ আসতে লাগল। আমি ভাল করে শ্রবণ করার জন্য নিকটে গেলাম। তখন শুনতে পেলাম কেউ যেন বলতে লাগল: হায়! আমিতো নামাযও পড়তাম এবং রোযাও রাখতাম। আমি আমার বন্ধুকে কথাটি শ্রবণ করার জন্য কাছে ডাকলাম, সেও নিকটে এসে ঐ একই আওয়াজ শুনতে পেলো। কিছুক্ষণ অবস্থানের পর আমরা সেখান থেকে চলে গেলাম। দ্বিতীয় দিনও পুনরায় ইচ্ছা করে ঐ স্থানেই নামায পড়লাম। নির্দিষ্ট সময়ে ঐ কবর হতে আবার একই আওয়াজ শুনা যেতে লাগল। আমি এই ঘটনায় ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে গেলাম এবং ঘরে এসে অসুস্থ হয়ে দীর্ঘ দুইমাস পর্যন্ত বিছানায় পড়ে রইলাম।

(উ'য়ুনুল হিকায়াত, ৩০৪,৩০৫ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃতপক্ষে নেককার ব্যক্তির আযাব দৃষ্টিগোচর হওয়ার পেছনে অনেক রহস্য রয়েছে। তার মধ্যে এই রহস্যটি খুবই স্পষ্ট যে, কেউ যেন নিজের নেকীকে যথেষ্ট মনে করে নিজেকে আযাব থেকে নিরাপদ ও মুক্ত মনে না করে, বরং সবাইকে

আল্লাহ তায়ালার অমুখাপেক্ষীতাকে ভয় করে সবসময় হয়রান, পেরেশান ও চিন্তিত থাকা চাই। কেউ নিজের ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালা**র গোপন রহস্যে সম্পর্কে জ্ঞাত নয়।

এখন প্রশ্ন বাকী রইল; সিনেমা-নাটক দর্শনকারীরা প্রতিদিনই মৃত্যুবরণ করছে, কিন্তু তাদের আযাব কেন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না?

এই প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় উত্তর হলো এই, কার আযাব হচ্ছে আর কার হচ্ছে না এ ব্যাপারে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই। আর যদি আযাব হয়েই থাকে তবে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হওয়াও আবশ্যক নয়। **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করা, তাঁর নিকট তাওবা করা এবং আযাব থেকে পরিত্রাণ কামনা করাটাই আমাদের উচিত।

ফিল্ম দেখে আওর গানে সুনে,
ফিল্ম বি কি আঁখ মে দোযখ কি আগ।
কেল উসকি আঁখ কানো মে টুকে,
বাদে মূর্দানে হুগি তুড়ি-ওয়াই সে বাগ।

সন্তানদেরকে T.V কিনে দেয়ার কারণে আযাব

আরব শরীফে দু'জন আমলদার বন্ধু ছিলো। একজন রিয়াদে অন্যজন জিদ্দা শরীফে বসবাস করতো। রিয়াদ অধিবাসী বন্ধুর একদিন ইন্তিকাল হয়ে গেল। জিদ্দা শরীফের বন্ধুটি রিয়াদবাসী মরহুম বন্ধুকে একদিন স্বপ্নে আযাব অবস্থায় দেখে তাকে এই আযাবের কারণ

জিজ্ঞাসা করলো। তখন মরহুম বন্ধুটি বলতে লাগলেন: আমার যদিও ফিল্ম ও ড্রামা দেখার প্রতি ঘৃণা ছিল কিন্তু সন্তানদের বিরক্তির ফলে তাদেরকে **T.V** কিনে দিয়েছিলাম। আহ্! আমি যেদিন মৃত্যু বরণ করি সেদিন থেকেই পরিবারকে **T.V** কিনে দেয়ার কারণে আযাব ভোগ করছি। হায়! তারাতো মজা করে করে **T.V** তে ড্রামা ফিল্ম, নাটক দেখছে আর আমি কবরের মধ্যে এই কারণে আযাব ভোগ করছি। ভাই! একটু মেহেরবানী করুন, আমার আযাব দেখে ভয় করুন এবং আমার পরিবারকে গিয়ে একটু বুঝান যে, তারা যেন আমাকে এই আযাব থেকে মুক্ত করার জন্য **T.V** কে ঘর থেকে বের করে দেয়।

সকাল হতেই জিদ্দা শরীফ অধিবাসী বন্ধু রাতের স্বপ্নের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। পরদিন রাতেও পুনরায় একই ধরনের স্বপ্ন দেখলেন যে, মরহুম বন্ধু চিৎকার করে করে বলছিল, "আমার প্রতি মেহেরবানি করুন। আমার ঘর থেকে তাড়াতাড়ি **T.V** বের করার ব্যবস্থা করুন। আমি আর আযাব বরদাশত করতে পারছিনা।" সুতরাং জিদ্দা শরীফের অধিবাসী বন্ধুটি অতিদ্রুত বিমান যোগে রিয়াদ পৌঁছলেন। পরিবারের সকলকে একত্রিত করে নিজ স্বপ্নের কথা শুনালেন। এ কথা শুনতেই সকলে কাঁদতে লাগল, বড় ছেলে উত্তেজিত হয়ে **ঞ.ঠ** কে উঠিয়ে জোরে মাটিতে নিক্ষেপ করল, এক আছাড়েই **T.V** টি মুহূর্তের মধ্যে চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেল। সে ঘরে ঘোষণা করে

দিলো যে, "اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আজ থেকে কখনো এই অমঙ্গলজনক **T.V** আমাদের ঘরে প্রবেশ করবে না। কেননা এর কারণেই আমাদের পরম প্রিয় আব্বুজান কবরে আযাবে নিমজ্জিত হয়েছেন।" জিদ্দা শরীফ অধিবাসী বন্ধুটি যখন রাতে ঘুমালেন তখন তিনি তাঁর মরহুম বন্ধুটিকে এবার স্বপ্নে স্বর্গীয় পরিবেশে দেখতে পেলেন। মরহুম বন্ধুটি হেসে হেসে বলছিলেন, "যে সময় আমার ছেলে **T.V** জমিনে নিক্ষেপ করল, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ঐ সময়ই আমার আযাব দূর হয়ে গেছে।"

ছোড় দে টিভি কো ভিসিআর কো, করদে রাযী রবকো আওর ছরকার কো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **T.V** কী পরিমাণ ধ্বংসাত্মক বস্তু। আহ্! আজকাল প্রত্যেক নারী-পুরুষ, ভাল-মন্দ সকল ব্যক্তিরাই **T.V** নামের ধ্বংসাত্মক বস্তুটির প্রেমে আটকা পড়ে গেছে। আফসোস! আজকাল **T.V** ও **V.C.R** এ সিনেমা, নাটক দেখা অধিকাংশ লোকদের নিকট مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ**র পানাহ!) কোন অপরাধই নয়। যদি কেউ এগুলির ধবংসলীলা সম্বন্ধে বুঝায় তাহলে অনেক সময় নিজেকে দায়মুক্ত করার জন্য উত্তর আসে, "জনাব! আমার ফিল্ম দেখারতো কোন ইচ্ছা নেই। আমিতো শুধু বাচ্চাদের জন্য কিনেছি। আমি যদি ঘরে **T.V** না রাখি তবে বাচ্চারা প্রতিবেশীর ঘরে গিয়ে দেখছে।"

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার এই উত্তর কি হাশরের ময়দানে টিভি কেনার অপরাধ থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারবে? কখনো না, স্মরণ রাখুন! আপনার উপরই রয়েছে আপনার এবং নিজ সন্তান সন্ততিদের সংশোধন করার এবং তাদের দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করার যিম্মাদারী। যেমন: ২৮ পারার সূরা তাহরীম -এর ৬নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করছেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓىٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

(পারা: ২৮, সূরা: তাহরীম, আয়াত: ৬)

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নে'মত, আযীমুল বারাকত, আযীমুল মারতাবাত, পারওয়নায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বা'ইসে খায়রো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বীয় বিশ্ব বিখ্যাত প্রসিদ্ধ তরজমায়ে কুরআন 'কানযুল ঈমান' এ এই আয়াতের অনুবাদ এরকমই করেছেন:

"হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর। -

যার উপর কঠোর, নির্মম ফিরিস্তাগণ নিয়োজিত রয়েছে, যাঁরা **আল্লাহ**র নির্দেশ অমান্য করেন না এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয় তাই করে।"

আযাব থেকে কিভাবে বাঁচবেন

হযরত সদরুল আফাযিল সায়্যিদুনা মাওলানা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাযায়েনুল ইরফান এর মধ্যে এই আয়াতাংশটি يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا এর পাদটিকায় বলেন: **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে, ইবাদত আদায় করে, গুনাহ্ থেকে বিরত থেকে এবং পরিবারের সদস্যদেরকে নেকীর প্রতি পথপ্রদর্শন ও খারাপ হতে বাঁধা প্রদান করে তাদের ইলম ও আদব শিক্ষা দিয়ে (হে ঈমানদারগণ! নিজ আত্মা এবং নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে ঐ আগুন হতে বাঁচাও)।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবই জাহান্নামের আগুন খুব বেশি কঠিন, তা কোন অবস্থাতেই কেউ সহ্য করতে পারবে না।

জাহান্নামের পরিচিতি

ফরয নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ্জ আদায়ে অলসতাকারীগণ, মা-বাবাকে কষ্ট দাতারা, নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ থেকে বিমুখকারীরা, দাঁড়ি মুন্ডনকারীরা,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

দাঁড়িকে এক মুষ্ঠি থেকে ছোটকারীরা, ভেজাল মাল ধোঁকা দিয়ে বিক্রয়কারীরা, ওজনে কম দিয়ে ব্যবসা পরিচালনাকারীরা, চোররা, ডাকাতরা, পকেটমাররা, **T.V** ও **V.C.R** এবং ইন্টারনেটে সিনেমা, নাটক দর্শনকারীরা, গান-বাজনা শ্রবণকারীরা, নিজ পরিবারবর্গকে ইহার সুযোগ দানকারীরা, নিজ ঘরে ডিস্ এন্টিনা সংযুক্তকারীরা, ফিল্ম ও ড্রামা ইত্যাদি দর্শনকারী, মুসলমানদের নিকট **T.V** ও **V.C.R** বিক্রেতাকারীরা, এই (সিনেমা-নাটক দেখা ও দেখানোর) উদ্দেশ্যে তা মেরামতকারীরা, লোকদেরকে ফিল্মের **LEAD** অথবা **CABLE** দানকারীরা এবং এ জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের গুনাহ্ করে বাজারকে উত্তপ্তকারীদের জন্য চিন্তার বিষয় এটাই যে, তিরমিযী শরীফের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দোযখের আগুনকে হাজার বছর উত্তপ্ত করা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তা লালবর্ণ ধারণ করল, এরপর আবার হাজার বছর জ্বালানো হলো, এমন কি তা সাদা বর্ণে পরিণত হলো, অতঃপর পুনরায় হাজার বছর জ্বালান হলো, অবশেষে তা কালো রঙ্গের হয়ে গেল। অতএব দোযখের আগুন দেখতে এখন খুবই কালো।" **(সুনানুত তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬০০, দারুল ফিকর, বৈরুত)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

জাহান্নামের ভয়ে মাহবুবে খোদার ﷺ অঝোড়কান্না

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাফিয আবুল কাসেম সুলাইমান তাবরানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "তাবরানী আওসত" কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করছেন; একবার **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ সত্ত্বার কৃসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যদি জাহান্নামকে সুঁইয়ের ছিদ্র পরিমাণ খুলে দেয়া হয় তবে জমীনবাসী সকলে তার গরমে ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি দোযখবাসীদের একটি কাপড় আসমান ও জমীনের মাঝখানে ঝুলিয়ে দেয়া হয় তাহলে জমীনবাসী সকলে মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করে যাবে। **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ সত্ত্বার ক্বাসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, যদি জাহান্নামে নিযুক্ত একটি ফিরিস্তা দুনিয়াবাসীদের সামনে প্রকাশিত হয়, তবে তাঁর ভয়ংকর আকৃতি দেখে জমীনবাসী সকলে মৃত্যুবরণ করবে। **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ সত্ত্বার কৃসম! যিনি আপনাকে সত্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, জাহান্নামের শিকল সমূহের একটি আংটা যার বর্ণনা কুরআনে করীমে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি তা দুনিয়ার পাহাড় সমূহের উপর রেখে দেয়া হয় তবে তা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং তাহতাস সারায় (অর্থাৎ সাত জমীনের নীচে) গিয়ে পৌঁছবে। **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

ইরশাদ করলেন: "হে জিবরাঈল! শেষ করুন, এতটুকু বর্ণনাই যথেষ্ট। অন্তর ফেটে আবার আমার যেন ইন্তিকাল হয়ে না যাই। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদুনা জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখলেন যে, তিনি কাঁদছেন? ইরশাদ করলেন: হে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! আপনি কাঁদছেন কেন? **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আপনারতো একটি বিশেষ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান রয়েছে। আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কেন কাঁদব না, এরূপ কখনো না হোক যদি **আল্লাহ তায়ালার** ইলমের মধ্যে আমার এই বর্তমান অবস্থার পরিবর্তে অন্য আর কোন অবস্থা থাকে, কখনো যদি ইবলিসের মত আমাকেও পরীক্ষার সম্মুখীন করে দেন, আবার কখনো যদি হারুত-মারুতের মত যাচাই-বাছাই করা হয় (তাহলে আমার কি অবস্থা হবে?)। বর্ণনাকারী বলেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ কথা শুনার পর নিজেও কান্না করতে লাগলেন। মহান ব্যক্তিদ্বয় এত অঝোড়ে কাঁদতে লাগলেন যে, শেষ পর্যন্ত গায়েবী আওয়াজ আসল, "হে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام, হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনারা উভয়কে **আল্লাহ পাক** তাঁর নাফরমানী করা থেকে হিফাযত করে নিয়েছেন। (এ ঘোষণা শুনার পর) হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আসমানের দিকে যাত্রা করলেন। **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাহিরে তাশরীফ আনলেন। কিছু আনসার সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে তাদেরকে হাস্যরত অবস্থায়

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

দেখলেন। তিনি বললেন, "তোমরা হাসছো অথচ তোমাদের পিছনে দোযখ। তোমরা যদি ঐ কথাগুলো জানতে যা আমি জানি, তাহলে তোমরা কম হাসতে আর বেশি করে কাঁদতে, খানাদানা ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটে চলে যেতে আর কষ্ট সহ্য করে ইবাদত করতে।" আওয়াজ আসলো, "**হে মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার বান্দাদেরকে নৈরাশ করবেন না, আমি আপনাকে সুসংবাদদাতারূপে প্রেরণ করেছি, কৃপণরূপে প্রেরণ করিনি। অতঃপর **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সোজা সরল রাস্তায় অটল থাকো এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো।

(আল মু'জামুল আওসত, ২য় খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৮৩)

আফসোস! আমাদের অন্তর ভয়ে কাঁপছে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীরভাবে চিন্তা করুন, আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষ্পাপ, শুধু তাই নয় বরং নিষ্পাপগণের সরদার, আর জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام-ও নিষ্পাপ এবং নিষ্পাপ ফিরিস্তাগণের সরদার হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামের আলোচনা স্মরণ হতেই **আল্লাহ তায়ালার** ভয়ে অঝোড় নয়নে কান্না-কাটি করতেন। অথচ আমরা গুনাহের উপর গুনাহ করে যাচ্ছি কিন্তু জাহান্নামের ভীষণ আযাবের কথা শুনে ভয়ে আমাদের অন্তর না কাঁপছে, না কলিজা ফাটছে আর না কান্নায় চোখের পাতা ভিজছে। আফসোস! জাহান্নামের

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

ভয়ঙ্কর আযাবের কথা শুনেও না আমাদের লজ্জা হচ্ছে, না পেরেশানী, না শরম হচ্ছে, না অনুশোচনা।

নাদামত ছে গুনাহ্ কা ইজালা কুচ তো হোজাতা,
হামে রুনাভী আতা নেহী হায়ে নাদামত ছে।

সমাজ ধ্বংসে T.V এর ধ্বংসাত্মক চরিত্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমন মনে হচ্ছে যেন, গুনাহ করতে করতে আমাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে। আহ্! আমরা গুনাহে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। না নফস ও শয়তান আমাদেরকে নেকীর দিকে আসতে দিচ্ছে, না আমরা নিজেরাই গুনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য যথার্থ চেষ্টা করছি। আমরাতো দুনিয়ার ধান্দায় এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে গেছি যে, ইবাদতে মনোযোগ দেয়ার সময় কোথায়! শুধু সম্পদ উপার্জন করাই আমাদের লক্ষ্য হয়ে গেছে। না সঠিক অর্থে আমাদের নামাযের উৎসাহ্ আছে, না রোযার প্রতি আসক্তি আছে। দুনিয়ার কাজ হতে যখনই অবসর মিলে যায় তখনই ঝটফট **T.V** এর কোন একটি চ্যানেল অন করে বসি। **V.C.R** অথবা **INTERNET** (ইন্টারনেট) এ কোন একটি অযথা ফিল্ম চালু করে দেই এবং নিজ সময় নষ্ট ও আমলনামা ধ্বংসে লিপ্ত হয়ে যাই। এর আলোচনা যখন চলে এসেছে তখন বাস্তব এটাই যে আমাদের সমাজ জীবনের ধ্বংসের পিছনে **T.V**, **V.C.R** ও **INTERNET** (ইন্টারনেট) এর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

মাওলানা সাহেব! অপরাধী কে?

অহংকারের সাথে সিনেমা-নাটক দর্শনকারীদের খেদমতে অশ্লীল ও লজ্জাকর হলেও শিক্ষাগ্রহণের জন্য বাধ্য হয়ে ঘটনাটি পেশ করছি। আমাকে মক্কায়ে মুকাররমায় কোন এক ব্যক্তি এক চরিত্রহীনা, নির্লজ্জ মহিলার চিঠি পাঠ করতে দিয়েছিল। যার সারমর্ম অনেকটা এ রকম ছিল। মহিলা নিজেই বর্ণনা করে; "আমাদের ঘরে পূর্ব থেকেই **T.V** ছিল। আব্বুর আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে একদিন একটি ডিস্ এন্টিনা কিনে নিয়ে আসলেন। ডিস এন্টিনার সুবাদে এখন দেশীয় ফিল্মের সাথে সাথে বিদেশী ফিল্মও দেখার সুযোগ হয়ে গেল। একদিন আমার স্কুলের এক বান্ধবী বলল, "অমুক "চ্যানেল" অন করবেতো যৌন তাড়নায় উদ্দীপ্ত দৃশ্যাবলী দেখে যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে।"

একদিন আমি ঘরে একাকী থাকায় সুযোগ মত ঐ চ্যানেল অন করে দিলাম। জীবের (জীব-জন্তু, নারী-পুরুষ ইত্যাদির অবৈধ মেলামেশার) বিভিন্ন দৃশ্য দেখে আমি মানবীয় যৌন তাড়নায় ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। যৌন তাড়না সামলাতে না পেরে নিজেই ঘর থেকে অধৈর্য হয়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে পড়ি। বড় রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ একটি কার আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, দেখলাম তা এক সুদর্শন যুবক চালাচ্ছিল। কার এ আর কেউ ছিল না। আমি তার কাছে লিফ্ট (সাহায্য) চাইলাম। সেও আমাকে

আগ্রহ ভরে তার কারে তুলে নিল। অতঃপর দুজন যুবক যুবতী একাকী মিলিত হলে যা হয় তাই হয়ে গেল আমি তার সাথে অবৈধ কাজে শামিল হয়ে গেলাম। আমার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেল। আমার মুখে কলঙ্কের দাগ লেগে গেল, আমি বরবাদ হয়ে গেলাম। মাওলানা সাহেব! আপনিই এখন বলুন, অপরাধী কে? আমি নিজে, নাকি আমার আব্বু! যিনি প্রথমে ঘরে **T.V** এনেছিলেন এবং পরে ডিস এন্টিনাও লাগিয়েছিলেন!"

দিল কে পেপোলে জ্বল উঠে সীনে কে দাগ ছে,
ইচ ঘর কো আগ লাগ গেয়ি ঘরকে চেরাগ ছে।

আহ্! জানিনা এভাবে **T.V**, **V.C.R** ও **INTERNET** (ইন্টারনেট) এ ফিল্ম, ড্রামা দেখে আরও কত যুবতীর সম্ভ্রম হানী ঘটছে। জানি না কত যুবক-যুবতী এগুলির কালো থাবায় দুনিয়াতেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

আমাকে আমার বাবা ধ্বংস করে দিয়েছে

এক যুবক আমাকে একটি বেদনাদায়ক চিঠি দিয়েছে। তার মুখনিসৃত কথা অনেকটা এরকম: "আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে নতুন নতুন সম্পৃক্ত হয়েছিলাম। একবার রাতের প্রথমাংশে আমি আমার কামরায় গুনাহের কারণে লজ্জায় ও অনুতাপে মহান **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে হাত উঠালাম এবং কেঁদে কেঁদে নিজ

গুনাহ্ হতে তাওবা করছিলাম। কান্নার শব্দ শুনে আমার বাবা ভীত হয়ে আমার কামরায় চলে আসলেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ সম্পর্কে না জানার কারণে আমার কান্নার কারণ তাঁর বুঝে আসল না। তিনি আমার বাহু ধরে তাঁর নিজের কক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং **T.V** অন করে দিয়ে বললেন, "এত তাড়াতাড়ি এ বয়সে পরিপূর্ণ মওলভী হয়ে যেও না, এগুলোও দেখে নাও।"

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের বরকতে আমি সিনেমা-নাটক, গান-বাজনা ইত্যাদি থেকে ইতিপূর্বেই তাওবা করে নিয়েছিলাম। তা করা সত্ত্বেও জোরপূর্বক বাবা আমাকে **T.V** দেখতে বাধ্য করলেন। তখন **T.V** তো কোন একটি নাটক চলছিল। বেহায়া মেয়েদের কৌতুক পূর্ণ অঙ্গভঙ্গি আচার-আচরণ আমার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু আহ! কিছুক্ষণ পূর্বে যেই আমি **আল্লাহ তায়ালা**র ভয়ে ভীত হয়ে কান্নারত ছিলাম, আর এখন..... এখন সে আমি আর নেই।.....নফসের কু-প্রবৃত্তি আমার উপর বিজয় লাভ করছে। সুযোগ বুঝে শয়তান আমার উপর তার ষ্টিম রোলার চালিয়ে দিল এবং ওখানে বসাবস্থায়ই আমার উপর "গোসল ফরয" হয়ে গেল।

এই ঘটনার পর আমি পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলাম এবং গুনাহের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেলাম। এই জালিম সমাজের কু-প্রথা আমার বৈধ বিয়ের ব্যাপারে অনেক বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াঁল,

শেষ পর্যন্ত চরিত্রের অতি নিম্নস্থরে পৌঁছে গেলাম। আমি যৌন উত্তেজনা নিবারণ করার জন্য হস্তমৈথুনেও অভ্যস্ত হয়ে গেলাম এবং এই খারাপ কাজের কারণে আমার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে আমি বিবাহ করার যোগ্যতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেললাম। বলে দিন! অপরাধী কে? আমি নিজে নাকি আমার বাবা?

T.V ঘর থেকে বের করে দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই পরম সত্যকে নির্দ্বিধায় স্বীকৃতি দিতে হবে যে, **T.V** এবং **V.C.R** এর কারণে আমাদের সমাজ আজ গুনাহের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। **T.V** তে সিনেমা, নাটক দেখে দেখে, গান শুনে শুনে আজকাল ছোট ছোট শিশুদেরকেও রাস্তায় অলিতে গলিতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পা লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে দেখা যায়। আহ্! সিনেমা, নাটক, সঙ্গীত এবং গান-বাজনার আক্রমণ কাউকে রেহায় দিচ্ছেনা। যদি আমরা আখিরাতের সফলতা এবং পরিবারের ও সমাজের সংশোধনের আশা করি তবে **T.V** ও **V.C.R** কে নিজেদের ঘর থেকে অবশ্যই বের করে দিতে হবে। **T.V** কে ঘর থেকে বের করে দিন এবং **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুশি করে নিন। আসুন! আপনাদেরকে ঈমান উদ্দীপ্তকারী এমন একটি ঘটনা শুনাই যা শুনে আপনার অন্তর অতি খুশিতে নেচে উঠবে।

T.V ঘর থেকে বের করে দেয়ার কারণে প্রিয় নবী ﷺ এর শুভাগমন

কয়েক বছর গত হলো, এক ইসলামী বোনের শপথকৃত একটি দীর্ঘ চিঠির মধ্যে কিছু অংশ এটাও ছিল যে, "আমার ফুফুজান যিনি আমাদের সাথেই থাকতেন। আপনার মাধ্যমে তরীকতে সম্পৃক্ত হয়ে "আত্তারীয়া" হয়ে গেলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আপনি **T.V** এর প্রচন্ড বিরোধী, কেননা মানুষ এটাকে সিনেমা আর নাটক দেখার জন্যেই ব্যবহার করছে। তাই তাঁর অন্তরে এই প্রেরণা সৃষ্টি হলো যে, "আমার পীরের অপছন্দ আমারও অপছন্দ।" প্রথমে তার মাথায় এটা আসল যে **T.V** টা এখনই বিক্রি করে দিবো, সাথে সাথে আবার খেয়ালে আসল যে, যদি এটি কোন মুসলমানের নিকট বিক্রি করা হয় তাহলে এর মাধ্যমে সেও গুনাহে লিপ্ত হতে পারে। অবশেষে তিনি **T.V** এর সব তার কেটে দিয়ে তা ষ্টোর রুমে ফেলে রাখলেন। ঐ দিন জুমাবার ছিল, আমি দুপুর বেলা মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত না'তের ছোট কিতাব "মদীনে কি ধূল" থেকে না'তের চর্চা করছিলাম। ("মদীনে কি ধূল" এর সব নাত, নাতিয়া দিওয়ান "মুগীলানে মদীনাতে" সংযোজন করা হয়েছে। মাকতাবাতুল মদীনা হতে হাদীয়ার মাধ্যমে যে কেউই সংগ্রহ করতে পারেন।) নাতের চর্চা করতে করতে আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। কপালের

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

চোখ বন্ধ হয়েছে তো অন্তরের চোখ খুলে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **গায়েবের সংবাদদাতা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আমার দীদার হয়ে গেল। **মক্কী মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর বরকতময় ঠোঁটদ্বয় নড়ে উঠল, আর তা থেকে রহমতের ফুল ঝড়তে লাগল। আর জবানে পাকে যেসব শব্দ শোভা পেয়েছিল তার মধ্যে এটাও ছিল যে, "আজ আমি এ কারণে খুবই খুশি হয়েছি যে, **T.V** কে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। আজ তোমাদের ঘরে আসার কারণ ইহাই।"

মেরে ঘর মে ভী তুম আও, মেরে ঘর রৌশনী হোগি,
মেরে কিসমত জাগা জাও ইনায়ত ইয়ে বড়ী হোগি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো, **T.V** এর প্রতি আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কতই না অসন্তুষ্ট এবং **T.V** কে বের করে দেয়াতে কতই খুশি হয়েছেন। عقلمنداں را اشارہ کافی است অর্থাৎ জ্ঞানীদের জন্য ইশারায় যথেষ্ট।

T.V কিভাবে মৃত্যুর কারণ হলো

২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ তারিখের ৩০টি সংবাদপত্রে এরকমের এক খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, "লাহোরে গত রাতে তুফান এবং

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

বৃষ্টির পর খুবই বিজলী চমকায়, যা এক ঘরের ছাদে লাগানো এন্টিনা হয়ে তারের মাধ্যমে **T.V** তে প্রবেশ করে। যার দরুন টিভির পর্দা বিকট আওয়াজে ফেটে যায়। এর পরপরই বিদ্যুৎ, টিভির পাশেই ঘুমন্ত মহিলার উপর আক্রমণ করে বসে। সে ভয়ে শোর-চিৎকার শুরু করে দিল, চিৎকার শুনে তার স্বামী তাকে বাঁচানোর জন্য দৌঁড়ে এল। কিন্তু হায়! সেও বিদ্যুতের আয়ত্বে চলে আসল। সাথে সাথে সে জ্বলে পুড়ে মৃত্যু বরণ করল। অতঃপর ঐ বিদ্যুৎ দরজা হয়ে ভেন্টিলেটার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার স্ত্রীকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলো।" **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে এবং তারা উভয়ে যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকেও ক্ষমা করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কতইনা শিক্ষণীয় মৃত্যু।

জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে, ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহি হে।

T.V 'র মাধ্যমে শারীরিক রোগ

এক ডাক্তারী গবেষণা মতে, টিভি'র মাধ্যমে "ফেরিরেডিকল্স" সৃষ্টি হয়, যা ক্যান্সার, হার্টের রোগ, অস্থির গড়ন হালকা, মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়ার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। নিয়মিত টিভি দর্শন মস্তিষ্কে এভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে যার দরুন বার্ধক্য তাড়াতাড়ি চলে আসে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

সূরা লুক্বমান এর ৬ নং আয়াতে করীমায় **আল্লাহ তায়ালার** ইরশাদ করেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِیْ لَهْوَ الْحَدِیْثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ ۖ وَّ یَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِیْنٌ ۝۶

(পারা: ২১, সূরা: লুকমান, আয়াত: ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং কিছু লোক খেলাধুলার কথাবার্তা ক্রয় করে। যেন **আল্লাহ**র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়, না বুঝে এবং সেটাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ রূপে গ্রহণ করে নেয়। তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে।

উপন্যাস ও কাহিনী

"খাযায়েনুল ইরফান" এর মধ্যে এই আয়াতের পাদটিকায় বর্ণিত রয়েছে: لَهْوَ (লাহ্ও) বলতে ঐ সকল অবৈধ কাজকে বুঝায় যা মানুষকে নেকী ও ভালকাজের থেকে উদাসীন করে। যেমন: উপন্যাস, গল্প, কাল্পনিক কিচ্ছা-কাহিনী এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

শানে নুযুল: আয়াতটি নজর বিন হারেস বিন কালাদাহ্ এর ব্যাপারে নাযিল হয়। ব্যবসার উদ্দেশ্যে সে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করত। সে অনারবীদের বিভিন্ন পুস্তিকা ক্রয় করেছে যেখানে কিচ্ছা-কাহিনী ছিলো। ঐগুলো সে কুরাইশদের শুনাত এবং বলত;

মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদেরকে আদ, সমুদ গোত্রের ঘটনাবলী শুনান আর আমি রুস্তম, ইসফান্দিয়ার এবং পারস্যের বাদশাদের কাহিনী শুনাচ্ছি।" কিছু লোক ঐ সমস্ত কাহিনী শুনায় মগ্ন হয়ে গেল এবং কুরআনে পাক শুনা হতে তারা বিরত রইল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতে কারীমাটি নাযিল হয়। এই আয়াত থেকে গোয়েন্দা ও রোমান্টিক কল্প কাহিনী, ভূত-দেবতার কাল্পনীক কাহিনী শ্রবণকারীরা এবং কৌতুক আবৃত্তিকারীও শিক্ষা গ্রহণ করুন।

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলছেন: কিছু শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ও তাবেঈ যেমন সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, সায়্যিদুনা সাঈদ ইবনে যুবাইর, সায়্যিদুনা হাসান বসরী, সায়্যিদুনা ইকরামা, মুজাহিদ ও মকহুল প্রমূখ সাহাবা ও তাবেঈগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان "لَهْوَ الْحَدِيْث" (লাহওয়াল হাদীস) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাঁশি, সঙ্গীত, গান-বাজনার কথা উল্লেখ করেছেন।" কেননা **আল্লাহ তায়ালার** স্মরণ থেকে উদাসীন করার ক্ষেত্রে এগুলো শক্তিশালী ঔষধের উপকরণ।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা সংকলিত)

ঢোল বাজনা নস্যাত করো

হে ম্যাজিক সেন্টার পরিচালনাকারীরা , গান-বাজনা নিজে শ্রবণ করে অপরকেও শোনাতে রত ব্যক্তিরা, নিজ হোটেলে এবং পানের দোকানে গান-বাজনাকারীরা, নিজ গাড়ী ও বাসে গানের

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ক্যাসেট চালনাকারীরা, নায়ক, গায়ক, বাদক দলের সদস্যগণ! সকলে মনযোগ দিয়ে শোন! মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মধ্যে রয়েছে, **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** আমাকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত এবং হেদায়তকারী রূপে প্রেরণ করেছেন। আর আমাকে মুখ ও হাত দ্বারা বাজানো যায় এমন যন্ত্র বাঁশি ও গান-বাজনার সামগ্রীকে ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঐ সমস্ত মূর্তি গুলোকে ধ্বংস করার হুকুম দিয়েছেন, জাহেলী যুগে যেগুলোর পূঁজা করা হতো। আমার প্রতিপালাক **আল্লাহ পাক** আপন সত্ত্বার শপথ করে বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এক ঢোক মদ পান করবে তাকে এর বদলায় জাহান্নামের ময়লাযুক্ত উত্তপ্ত, বিষাক্ত পানি পান করাব, চাই তাকে আযাবে নিমজ্জিত করা হোক বা মাফ করে দেয়া হোক। আর যে ব্যক্তি কোন অবোধ শিশুকে মদ পান করাবে তাকেও (যে পান করিয়েছে) জাহান্নামের ময়লাযুক্ত, উত্তপ্ত, বিষাক্ত পানি পান করাব, চাই তার আযাব হোক বা তাকে মাফ করে দেয়া হোক। আর গায়িকাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা, গান-বাজনার প্রশিক্ষণ দেয়া এবং এর বিনিময় গ্রহণ করা সবই হারাম।

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২২২৮১, দারুল ফিকর, বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

ঘরে ঘরে মিউজিক সেন্টার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীরভাবে চিন্তা করুন, যেই **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেম আমরা সর্বদা হৃদয়ে সঞ্চিত করে রাখি, তাঁকেই তাঁর প্রাণ প্রিয় **আল্লাহ তায়ালা** সঙ্গীত সামগ্রী অর্থাৎ ঢোল, তবলা, একতারা, তাঁনপুরা, সারিন্দা, বাঁশি ইত্যাদিকে ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন। পরিতাপের বিষয়, বদনসীব মুসলমানরা অবৈধ বাদ্যযন্ত্রগুলোকে প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করে। আহ্! **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সঙ্গীত সামগ্রীকে ধ্বংস করতে চাচ্ছেন কিন্তু আমরা **প্রিয় আক্বা, মক্কী মদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম উচ্চারণকারীরা অলিতে গলিতে মিউজিক সেন্টার খুলে রেখেছি। নয়, নয়, বরং আজতো মুসলমানদের অধিকাংশ ঘরই মিউজিক সেন্টারে পরিণত হয়েছে। বর্ণনাকৃত উক্ত হাদীস শরীফে শরাবীদের জন্যও শিক্ষা রয়েছে। পানকারীদেরকে জাহান্নামের উত্তপ্ত গরম পানি পান করানো হবে।

বানর ও শুয়োর

'উমদাতুল ক্বারী'র মধ্যে রয়েছে; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শেষ যমানায় আমার উম্মতের এক সম্প্রদায়কে আকৃতি পরিবর্তন করে বানর ও শুয়োর বানিয়ে দেয়া হবে।"

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**!** যদি এরা সাক্ষী দেয় যে, আপনি **আল্লাহ তায়ালার রাসূল** এবং **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়।" ইরশাদ করলেন: "হাঁ, (এই রকম স্বাক্ষী দিলেও) চাই তারা নামায পড়ুক, রোযা রাখুক, হজ্ব করুক।" আরয করা হলো: "তাদের অপরাধ কী?" ইরশাদ করলেন: "তারা মহিলাদের গান শুনবে, নিজেরা বাজনা বাজাবে এবং শরাব পান করবে, এই খেলতামাশার মধ্যে মত্ত হয়ে তারা রাত কাটাবে আর সকালে তাদেরকে বানর ও শুয়োরের আকৃতি করে দেয়া হবে।"

(উমদাতুল ক্বারী, ১৪তম খন্ড, ৫৯৩ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর, বৈরুত)

জমিনে ধসে যাবে

জামিঈ তিরমিযীর মধ্যে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উম্মতের মধ্যে ভূমিকম্পে জমি ধসে যাওয়া, পাথর বর্ষন হওয়া এবং চেহারা পাল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটবে।" মুসলমানদের মধ্য হতে একজন আরয করল: "এটা কবে হবে?" ইরশাদ করলেন: "যখন মহিলা গায়িকা এবং গানের উপকরণ সামগ্রী প্রকাশ পাবে ও মদপান করা হবে।"

(সুনানুত তিরমিযী, ৪ খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২১৯, দারুল ফিকর, বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

মোবাইল ফোনে মিউজিক্যাল টোন

আহ্! আজতো যেখানে সঙ্গীতের প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেক জায়গায় সঙ্গীতের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমনকি দেখতে অভিজাত মুসলমান বাহ্যিকভাবে ধার্মিকও মনে হয়, এমন অনেক ব্যক্তির মোবাইল ফোনেও مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ**র পানাহ!) মিউজিক্যাল টোন রক্ষিত থাকে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "এখনো কি **T.V** এবং **V.C.R** এ সিনেমা, নাটক এবং নাচ-গান দেখা ও শুনা থেকে সত্যিকার তাওবা করবেন না?"

গান-বাজনাকারীর উপার্জিত অর্থ হারাম

"কানযুল উম্মাল" নামক কিতাবে রয়েছে; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমাকে বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।" আরো ইরশাদ করেন: "গায়ক-গায়িকার উপার্জিত অর্থ হারাম, পতিতার (দেহ ব্যবসায়ী মহিলা) উপার্জিত অর্থ হারাম আর মহান **আল্লাহ পাক** নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন যে, হারাম অর্থে লালিত-পালিত শরীরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।"

(কানযুল উম্মাল, ১৫ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৬৮২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

অতি নগন্য সম্পদ

আহ আফসোস! শত সহস্র আফসোস! অতি সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী সুনামের লোভে গায়ক-গায়িকারা, বাদক, নর্তক-নতর্কীরা **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুষ্টিকে কিনে নিচ্ছে আর **আল্লাহ তায়ালার** রাগকে দা'ওয়াত দিয়ে নিজেদের জন্য জাহান্নামের ভয়ানক আগুন, ভয়ঙ্কর সাপ ও বিষাক্ত বিচ্ছুর ব্যবস্থা করছে।

কানে উত্তপ্ত গলিত সীসা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত; "যে ব্যক্তি কোন গায়িকার নিকট বসে গান শুনে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তার কানে উত্তপ্ত গলিত সীসা ঢেলে দিবেন।"

(কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৬৬২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি হোটেল-রেস্তোরায়, পানের দোকানে, বাসে এবং কারে গানের ক্যাসেট বাজানো বন্ধ হয়ে যেত আর তৎপরিবর্তে চারিদিকে তিলাওয়াতে কুরআনে পাক, দুরূদো সালাম, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর না'তে পাক এবং সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট বাজানোর ধারা ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যেত!

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

সঙ্গীতের আওয়াজ শুনা থেকে বাঁচা ওয়াজিব

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "(শরীর হেলিয়ে-দুলিয়ে) নাচা, ঠাট্টা করা, তালি বাজান, সেতারা বাজান, সারঙ্গী, বেহালা, বাঁশি, নুপুর, বিউগল ইত্যাদি বাজানো মাকরূহে তাহরীমী (অর্থাৎ হারামের কাছাকাছি)। কেননা, এই সব কাফিরদের চিহ্ন। অনুরূপভাবে বাঁশির ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সূর শুনাও হারাম। যদি হঠাৎ শুনে ফেলে তবে তা ক্ষমাযোগ্য এবং তার উপর ওয়াজিব যে, না শুনার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা।

(রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৫১ পৃষ্ঠা, দারুল মা'রিফাত, বৈরুত)

কানে আঙ্গুল দেয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ মুসলমান খুবই ভাগ্যবান, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক **আল্লাহ তায়ালার** কালামে পাকের তিলাওয়াত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতে পাক এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনেন কিন্তু সিনেমায় গান ও সঙ্গীতের আওয়াজ কানে এলে, না শুনার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা অবস্থায় সওয়াবের নিয়্যতে কানে আঙ্গুল দিয়ে ঐ স্থান হতে দ্রুত দূরে সরে যান।

যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা নাফে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: "আমি (ছেলে বেলায়) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। কোথাও থেকে আমাদের

চলার রাস্তায় বাঁশি বাজানোর আওয়াজ আসতে লাগল। ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا নিজের উভয় কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন এবং পথ পরিবর্তন করে রাস্তা থেকে অন্য দিকে ফিরে চলতে লাগলেন আর অনেক দূরে যাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলেন: নাফে! (এখনও কি বাঁশির) আওয়াজ আসছে? আমি আরয করলাম: এখন আর আসছে না? তখন তিনি কান থেকে আঙ্গুল বের করলেন এবং বললেন: "একবার আমি **নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-ও এ রকমই করেছিলেন যেরকম আমি করেছি।"

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৯২৪, দারুল ফিকর, বৈরুত)

সঙ্গীতের আওয়াজ আসলে সরে দাঁড়ান

উপরের আলোচনা থেকে এটাই উপলব্ধি করা গেল যে, যখনই সঙ্গীতের সূর কানে আসে তখনই কানে আঙ্গুল দিয়ে ঐ স্থান হতে দ্রুত দূরে সরে যাওয়া উচিৎ। কেননা, শুধু কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন কিন্তু ঐ স্থান হতে সরলেন না বরং ঐ স্থানেই দাঁড়িয়ে বা বসে রইলেন অথবা স্বাভাবিকভাবে একটু সরে দাঁড়ালেন তবে সঙ্গীতের আওয়াজ থেকে কখনো বাঁচতে পারবেন না। কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়াতেই শেষ নয় বরং যে কোন ভাবেই হোক সঙ্গীতের আওয়াজ থেকে বাঁচার জন্য ভরপুর চেষ্টা করা ওয়াজিব।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

আহ্! আহ্! আহ্! এখন তো সমাজে সঙ্গীতের সূর থেকে বাঁচা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বাস, গাড়ি, বিমান, ঘর, দোকান, গলি, বাজার ইত্যাদি যেখানেই যান না কেন সেখানেই সঙ্গীতের সুর, আর যত্রতত্র মোবাইল ফোনেও مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ **(আল্লাহ**র পানাহ!) মিউজিক্যাল টোন শুনিয়ে দিচ্ছে। এসব সত্ত্বেও যে জন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিওয়ানা, গুনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য কানে আঙ্গুল দিয়ে দূরে সরে যায় তার ফায়দা সে অবশ্যই লাভ করবে।

উহ্ দৌর আয়া কে দিওয়ানায়ে নবী,
হার এক হাথ মে পাত্থর দেখায়ী দে তা হে।

সঙ্গীত, গান-বাজনা থেকে বেঁচে থাকার পুরস্কার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে, সঙ্গীত ও গান-বাজনা শুনা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তির পুরস্কার কী তা একটু শুনে নিন। হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেছেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** বলবেন; ঐ সমস্ত লোকেরা কোথায়? যারা নিজ কান এবং চোখকে শয়তানি বাঁশি, বাদ্যযন্ত্র (কর্মকান্ড) থেকে বিরত রেখেছে? তাঁদেরকে সকল দল থেকে পৃথক করে দাও। ফিরিস্তাগণ তাদেরকে পৃথক করে মিশক ও আম্বরের চুড়ায় বসিয়ে দিবেন। অতঃপর **আল্লাহ পাক** ফিরিস্তাদেরকে বলবেন; এদেরকে আমার

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

তাসবীহ্ এবং প্রশংসা ধ্বনি শুনাও। তখন ফিরিস্তারা এমন মধুর আওয়াজে **আল্লাহ তায়ালার** যিকির শুনাবেন যা শ্রবণকারী ইতিপূর্বে কখনই শুনেনি।"

(কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদিস নং- ৪০৬৫৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

জান্নাতের ক্বারী

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি (ইচ্ছাকৃতভাবে) গান শুনেছে তাকে জান্নাতে روحانیین (রূহানিয়্যিন) এর আওয়াজ শুনার অনুমতি দেয়া হবে না।" জিজ্ঞাসা করা হলো روحانیین (রূহানিয়্যিন) কে? ইরশাদ করলেন: "তিনি জান্নাতের ক্বারী।"

(কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৬৫৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

তাওবার পদ্ধতি

প্রত্যেক ঐ সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের নিকট মাদানী আবেদন, যারা জীবনে কখনো কখনো সিনেমা, নাটক দেখেছেন, গান-বাজনা শুনেছেন বা অন্যকে শুনিয়েছেন তারা দুই রাকাত তাওবার নামায আদায় করে আপন প্রতিপালাক **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে কান্নাকাটি করে ঐ সমস্ত গুনাহ্ হতে বরং জীবনের

সকল গুনাহ্ হতে একনিষ্টভাবে তাওবা করে নিন এবং **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে ওয়াদা করুন যে, আগামীতে কখনো সিনেমা, নাটক, গান-বাজনা এবং অন্যান্য গুনাহের ধারে কাছেও যাবেন না। যারা ঘরের কর্তা রয়েছেন তাদের উচিত, ঘর থেকে **T.V** ও **V.C.R** বের করে দেয়া।

এক মেজরের প্রতিক্রিয়া

সেনাবাহিনীর এক মেজর এভাবে ব্যক্ত করেছেন: **দা'ওয়াতে ইসলামীর** কোন এক মুবাল্লিগ মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বায়ানের কয়েকটি ক্যাসেট আমাকে উপহার দিলেন। এগুলো শুনে আমার অন্তরে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হলো। বিশেষ করে একটি ক্যাসেটের বয়ানকৃত এই ঘটনাটি আমার উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছে।

টিভির কারণে মৃতের আর্তচিৎকার

ঘটনাটি হলো; সিন্ধু প্রদেশের এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন: এক রাতে আমি কোন এক কবরস্থানে গিয়ে একটি কবরের পাশে বসে গেলাম। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ আমার তন্দ্রা এলো। তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম, যে কবরের পাশে আমি বসেছি সেই কবরে আযাব হচ্ছে আর মৃত ব্যক্তি চিৎকার আর আর্তনাদ করতে করতে আমাকে বলছে: "বাঁচাও, বাঁচাও!" আমি বললাম, "আমি তোমাকে

কিভাবে আযাব থেকে রক্ষা করব।" সে বলতে লাগল: "পার্শ্ববর্তী ঐ এলাকায় অমুক নম্বর বাড়িটি আমার। আমার মাত্র একটাই ছেলে। আর সে এই সময় **T.V** চালাচ্ছে। আহ্! যখনই সে টিভিতে কোন সিনেমা বা নাটক দেখে তখনই আমার উপর আযাব শুরু হয়ে যায়। হায়, আফসোস! আমি কেন তাকে সঠিক ভাবে কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষায় শিক্ষিত করলাম না? হায়! আমি কেনই বা তাকে **T.V** কিনে দিলাম?" এ হৃদয় বিদারক স্বপ্ন দেখতে দেখতে এক সময় আমার চক্ষু খুলে গেল। সকালে আমি ঐ এলাকায় গেলাম এবং তার ছেলেকে তালাশ করে রাতের ঘটনাটি শুনালাম। ঘটনা শুনে ছেলেটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এবং ঐ মুহূর্তেই সে তাওবা করল আর নিজ ঘর থেকে **T.V** বের করে দিল।"

প্রিয় নবী ﷺ এর দীদার হয়ে গেল

মেজর সাহেব ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা করলেন, মেজর সাহেব বললেন: "ক্যাসেট থেকে এই ঘটনা শুনে আমি **আল্লাহ তায়ালার** ভয়ে কেঁপে উঠলাম, (আর ভাবতে লাগলাম) আজতো জীবনের চাকচিক্য আছে, অতি শীঘ্রই আমাকে মৃত্যুবরণ করে কবরে যেতে হবে। যদি আমি (ঘর থেকে **T.V** বের করে দেয়ার) সামর্থ্য, কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও ঘরে **T.V** রেখে দিই তাহলে আমিও অনুরূপ আযাবে ফেঁসে যেতে পারি। অতএব, আমি আমার পরিবারের

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

সকলকে একত্রিত করে টিভির খারাপ পরিণতি সম্পর্কে বুঝালাম, শেষ পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরা সম্মিলিত সিদ্ধান্তে নিজেদের ঘর থেকে **T.V** বের করে দিলাম। **আল্লাহর শপথ!** এ ঘটনায় আমাদের তক্বদির খুলে গেল। প্রায় এক সপ্তাহ পর আমার বাচ্চার আম্মার (অর্থাৎ স্ত্রীর) স্বপ্নে **সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়ে গেল। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ধন্য হোক, তোমাদের ঘর থেকে **T.V** বের করে দেয়ার আমলটা **আল্লাহ পাক** কবুল করেছেন।"

উহ তাশরীফ লায়ে ইয়ে উনকা করম থা,
ইয়ে ঘর থা কাহা উনকে আনেকে কাবিল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

এ রিসালাটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা উর্দূ ভাষায় প্রকাশ করেছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলায় অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।
(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :
bdmaktabatulmadina26@gmail.com,
bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিসালা বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের মাধ্যমে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৫৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdfarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net